পানিযুম - ত্রয়োদশ সংখ্যা

পানিয়ামে প্রত্যাবর্তন

Jeff Pippenger

2026-02-17

কাইসারিয়া ফিলিপ্পী থেকে কাইসারিয়া মারিতিমা পর্যন্ত, পথে রূপান্তরের পর্বতে একবার থামাসহ; পিতর প্রতীকীভূত করেন সেই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে, যারা লেবীয় পুস্তকের তেইশ অধ্যায়ের বাইশটি পদের দুইটি রেখার উপর নির্ভর করে নির্মিত যে রেখায়, খ্রিস্টের সময়কার পেন্তেকোস্ত-ঋতুর সহিত সমন্বয়ে, তূর্যধ্বনির উৎসবের মাইলফলকে উপনীত হয়। লেবীয় পুস্তকের তেইশ অধ্যায়, ক্রুশ, পেন্তেকোস্ত এবং কর্নেলিয়াসের পিতরকে ডেকে পাঠানো— এ সবই তৃতীয়, ষষ্ঠ ও নবম ঘণ্টার প্রতীকত্বের মাধ্যমে রেখার পর রেখা একত্রে আনা হয়েছে।

ক্রুশে তৃতীয়, ষষ্ঠ ও নবম প্রহরে খ্রিস্ট; পেন্টেকস্টে তৃতীয় ও নবম প্রহরে পিতর, এবং নবম প্রহরে কর্নেলিয়াস; যপ্পায় ষষ্ঠ প্রহরে পিতর এবং কাইসারিয়া ফিলিপ্পীতে তৃতীয় প্রহরে পিতর—এসব দানিয়েল গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ পদসমূহের সহিত সংযোগ স্থাপন করে, কারণ কাইসারিয়া ফিলিপ্পী পানিযুম নামেও পরিচিত।

পেন্টেকস্টে পিতর যোয়েলের পুস্তক প্রচার করছিলেন, এবং যখন তিনি কর্নেলিয়াসের গৃহপরিবারের নিকটে তাঁর বার্তা উপস্থাপন করলেন, তখন পবিত্র আত্মা অন্যজাতিদের ওপর বর্ষিত হল, যেমন পেন্টেকস্টে ইহুদিদের ওপর বর্ষিত হয়েছিল। ইহুদিদের জন্য এবং পরে অন্যজাতিদের জন্য পবিত্র আত্মার এই বর্ষণ, অন্তিম দিনসমূহে পবিত্র আত্মার বর্ষণের রূপস্বরূপ ছিল। অন্তিম দিনসমূহে সেই বর্ষণ দ্বি-পর্যায়ে সংঘটিত হয়: ৯/১১-এ আরম্ভ হওয়া এক ছিটিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে শুরু হয়ে, তা ক্রমে মধ্যরাতের আর্তধ্বনির ঘোষণায় উপনীত হয়, যা রবিবার-আইন পর্যন্ত পৌঁছে যায়; এবং তারপর তা তৃতীয় স্বর্গদূতের উচ্চধ্বনিতে পরিণত হয়, যেখানে ও যখন শেষের বৃষ্টি পরিমাপহীনভাবে বর্ষিত হয়।

> অতএব, হে সিয়োনের সন্তানগণ, আনন্দ কর, এবং তোমাদের ঈশ্বর প্রভুতে উল্লাসিত হও; কারণ তিনি তোমাদেরকে প্রথম বৃষ্টি যথোচিতভাবে দিয়েছেন, এবং তিনি তোমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করাবেন—প্রথম বৃষ্টি ও পরবর্তী বৃষ্টি—প্রথম মাসে। আর খলিহানগুলি গমে পরিপূর্ণ হবে, এবং দ্রাক্ষারস ও তেলের আধারগুলি উপচে পড়বে। আর যে সকল বৎসর পঙ্গপাল, কাণ্ডখেকো কীট, শুঁয়োপোকা ও ডালখেকো কীট ভক্ষণ করেছে—যে মহা সেনাদল আমি তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করেছিলাম—সেগুলি আমি তোমাদের ফিরিয়ে দেব। যোয়েল ২:২৩-২৫।

পিতর তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করেন, যারা ৯/১১ থেকে রবিবারের আইন অবধি পূর্ববর্তী মৃদু ছিটে-বৃষ্টির ইতিহাসে, এবং তদুপরি শেষবৃষ্টিতেও, অংশগ্রহণ করেন; আর সেই শেষবৃষ্টি "বছরসমূহ" পুনরুদ্ধার করে—যে "বছরসমূহ" লাওদিকীয় সপ্তম-দিবস অ্যাডভেন্টবাদের ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহের চার প্রজন্মকে প্রতিনিধিত্ব করে—যেগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। মন্দিরে, নবম ঘণ্টায়, পিতর যোয়েলের গ্রন্থের "বছরসমূহ" পুনরুদ্ধার উপস্থাপন করছিলেন।

> অতএব তোমরা অনুতাপ করো এবং ফিরে এসো, যেন তোমাদের পাপসমূহ মোচিত হয়, যখন প্রভুর উপস্থিতি হইতে প্রশান্তির কালসমূহ আসিবে; এবং তিনি যীশু খ্রিস্টকে পাঠাবেন, যাঁহাকে পূর্বে তোমাদের নিকট প্রচার করা হইয়াছিল; যাঁহাকে স্বর্গ অবশ্যই গ্রহণ করিবে, যতক্ষণ না সমস্ত কিছুর পুনঃস্থাপনের কালসমূহ আসে—যাহা সম্পর্কে ঈশ্বর জগতের সূচনাকাল হইতে তাঁহার সমস্ত পবিত্র ভাববাদীদের মুখে বলিয়া আসিতেছেন। কারণ মূশি সত্যই পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে বলিয়াছিলেন, 'তোমাদের ঈশ্বর প্রভু তোমাদের জন্য তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে আমার ন্যায় একজন ভাববাদী উত্থাপন করিবেন; তিনি তোমাদিগকে যাহা কিছু বলিবেন, তোমরা সমস্ত বিষয়ে তাঁহার কথা শুনিবে।' আর ইহা ঘটিবে যে, যে প্রত্যেক প্রাণ সেই ভাববাদীর কথা শুনিবে না, সে লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে। হ্যাঁ, এবং শমূয়েল হইতে আর তাহাদের পরে যাহারা আসিয়াছেন, যত ভাববাদী বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহারাও অনুরূপভাবে এই দিনগুলির বিষয়ে পূর্ববাণী করিয়াছেন। প্রেরিতদের কার্য ৩:১৯-২৪।

পাপসমূহের বিলোপ তদন্তমূলক বিচারে খ্রিষ্টের চূড়ান্ত কার্য হয়, এবং সেই বিলোপ ঈশ্বরের গৃহ থেকে আরম্ভ হয়।

> কারণ সেই সময় এসে গেছে যে বিচার ঈশ্বরের গৃহ থেকেই আরম্ভ হতেই হবে; আর যদি তা প্রথমে আমাদের মধ্যেই আরম্ভ হয়, তবে যারা ঈশ্বরের সুসমাচারের অনুগত হয় না, তাদের পরিণতি কী হবে? আর যদি ধার্মিকেরা অতি কষ্টে উদ্ধার পায়, তবে অধার্মিক ও পাপী কোথায়ই বা দাঁড়াবে? অতএব, যারা ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে কষ্ট ভোগ করে, তারা সৎকর্মে লিপ্ত থেকে তাদের আত্মার রক্ষণভার এক বিশ্বস্ত সৃষ্টিকর্তার নিকটে সমর্পণ করুক। ১ পিতর ৪:১৭-১৯।

পিতর পেন্টেকোস্টে এবং সমুদ্রতীরবর্তী কাইসারিয়ায় কর্নেলিয়াসের গৃহেও এই উপলব্ধিতে উপনীত হন যে যোয়েলের পুস্তকের কথাগুলি পরিপূর্ণ হচ্ছিল। পেন্টেকোস্ট সেই রবিবারের আইনকে প্রতীকায়িত করে, যখন ঈশ্বরের গৃহে বিচার সমাপ্ত হয়, এবং তারপর তা অজাতীয়দের দিকে অগ্রসর হয়। রবিবারের আইনের সময় পিতরের বার্তাটি সেই একই বার্তা, যা মধ্যরাত্রির আর্তনাদের আগমনে ঘোষিত হয়। আলফা ঘোষণা সেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কালের সূচনা, যা ওমেগা ঘোষণার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। পিতর বার্তা ঘোষণাকারীদের প্রতিনিধিত্ব করেন, এবং বার্তাটি শক্তিপ্রাপ্তির সঙ্গে শুরু হয়; যা ইসলামের গর্দভের বাঁধন খোলার দ্বারা চিহ্নিত হয়। গর্দভটি মধ্যরাত্রির আর্তনাদের সূচনা চিহ্নিত করতে মুক্ত করা হয়, এবং রবিবারের আইনে তাকে আবারও মুক্ত করা হয়, যা মধ্যরাত্রির আর্তনাদের পরিসমাপ্তি।

অতএব পিতর সেই সকলেরও প্রতিনিধিত্ব করেন, যারা যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ইসলামের আঘাতের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। মধ্যরাত্রির আহ্বানে পিতরের বার্তাটি সেই বার্তার সংশোধন হয়, যা প্রথম হতাশা এবং বিলম্বকালের সূচনাকে চিহ্নিত করেছিল। অতএব পিতর সেই সকলের প্রতিনিধিত্ব করেন, যারা মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তা প্রচার করেন এবং প্রথম ভিত্তিমূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন; সেই পরীক্ষা ২০২৪ সালে এসেছিল এবং ২০২৫ সালের ৮ মে প্রথম আমেরিকান পোপের নির্বাচনের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে, যা দানিয়েল একাদশ অধ্যায়ের চতুর্দশ পদের পরিপূরণস্বরূপ।

তূর্যধ্বনির উৎসব থেকে পেন্টেকস্ট পর্যন্ত সময়কালটি লেবীয় পুস্তকের তেইশতম অধ্যায়ে উপস্থাপিত পেন্টেকস্টীয় পর্বের তৃতীয় এবং লিটমাস-পরীক্ষা। সিস্টার হোয়াইট যে তিনি স্বর্গদূতের বার্তা-সম্পর্কিত এক নীতি চিহ্নিত করেছেন, তা আসলে সরল প্রাথমিক

গণিতের কথাই। তিনি দেখিয়েছেন যে প্রথম ও দ্বিতীয় বার্তা ছাড়া তৃতীয় বার্তা থাকতে পারে না। পেন্টেকস্টীয় রবিবারের আইন-সময়ে পিতর যোয়েলে পুস্তক প্রচার করেন বলে, তিনি মধ্যরাত্রির ধ্বনি-বার্তার ঘোষণার সূচনালগ্নেও যোয়েলে শিক্ষা দেন; আর সেটিই পেন্টেকস্টীয় পর্বের লিটমাসস্বরূপ তৃতীয় পরীক্ষা। সুতরাং, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩-এ যীশু খ্রিষ্টের প্রকাশিত বাক্য উন্মোচিত হওয়ার সঙ্গে শুরু হওয়া ত্রি-ধাপের পরীক্ষাপ্রক্রিয়ায় পিতর বিশ্বস্তদের প্রতিনিধিত্ব করেন। যদি পিতর তৃতীয় ধাপটিতে উপস্থিত থাকেন, তবে তিনি অবশ্যই পূর্বের দুই ধাপ অতিক্রম করেছেন, কারণ প্রথম ও দ্বিতীয় ছাড়া তৃতীয় থাকতে পারে না।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহরকরণের সময়কাল ৯/১১-এ আরম্ভ হয়েছিল এবং তা ভিত্তিমূলে প্রত্যাবর্তনের আহ্বানস্বরূপ ৯/১১-এর তূর্যধ্বনি দ্বারা প্রতীকায়িত এক তিন-ধাপের পরীক্ষার প্রক্রিয়া উন্মোচন করল, এবং তারপর ১৮ জুলাই, ২০২০-এর প্রথম হতাশার পরীক্ষা এসে উপস্থিত হলো। এই ইতিহাসে তৃতীয় পরীক্ষা হলো রবিবারের আইন। ১৮ জুলাই, ২০২০-এ এক ভাববাদী অরণ্যাবস্থা এসে উপস্থিত হলো, এবং সেই অরণ্যাবস্থার সময়কালের মধ্যেই, জুলাই ২০২৩-এ এক "কণ্ঠ" ধ্বনি তুলতে শুরু করল, এবং তারপর ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩-এ, ৯/১১-এর বাইশ বছর পরে, যিশু খ্রিষ্টের প্রকাশিত বাক্যের মোহর-মোচন আরম্ভ হলো। ২০২৩ থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত (যখন ২,৩০০ দিনের সিদ্ধ পরিপূর্তি সম্পন্ন হবে) ওই সময়কালটিকে "২৩" দিয়ে আরম্ভ ও "২৩" দিয়েই সমাপ্ত হিসেবে চিহ্নিত করে, কারণ ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এর "বন্ধ দরজা" রবিবারের আইনের সময়কার "বন্ধ দরজা"-র রূপস্বরূপ। ২,৩০০-এ থাকা "২৩" দ্বারা ২,৩০০ বছরের ভবিষ্যদ্বাণী প্রতীকায়িত হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের ইতিহাসের সমাপ্তি ছিল ১৮৪৪ সাল। এই ইতিহাস ১৭৯৮ সালে প্রথম স্বর্গদূতের আগমনের মাধ্যমে শুরু হয়, এবং ছেচল্লিশ বছর পরে ১৮৪৪ সালে এর সমাপ্তি ঘটে। ওই ছেচল্লিশ বছর সেই মিলারীয় মন্দিরকে প্রতীকায়িত করে, যে মন্দিরে ১৮৪৪ সালে খ্রীষ্ট আকস্মিকভাবে প্রবেশ করেছিলেন। মানব-মন্দির, পুরুষ ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই, ‘২৩’টি ক্রোমোজোমের উপর ভিত্তি করে গঠিত; তাই ১৮৪৪ সালে খ্রীষ্ট যে কার্য আরম্ভ করেছিলেন, তার প্রতীকরূপে ‘২৩’ চিহ্নিত হয়। সেই কার্য ছিল তাঁর ঐশ্বরিকতাকে আমাদের মানবত্বের সঙ্গে একীভূত করা। আধ্যাত্মিক বিষয়কে চিত্রিত করতে যীশু প্রাকৃতিক জগতকে ব্যবহার করেন; এবং ২,৩০০ বছরের পরিসমাপ্তিতে ১৮৪৪ সালে যে কার্য আরম্ভ হয়েছিল, তা পুরুষের ‘২৩’টি ক্রোমোজোমের সঙ্গে নারীর ‘২৩’টি ক্রোমোজোমের সংযুক্তির দ্বারা প্রতীকায়িত। যখন এক পুরুষ এক নারীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়, তারা এক দেহ হয়; এবং ১৮৪৪ সালে খ্রীষ্ট যে বিষয়টি আরম্ভ করেছিলেন, তা-ই এই বিবাহ। ১৮৪৪ সালের বন্ধ দ্বার রবিবার-আইনের বন্ধ দ্বারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, এবং সেই বন্ধ দ্বারের প্রতীক হলো ‘২৩’।

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ থেকে রবিবারের আইনের "23" পর্যন্ত একটি সময়কালকে চিহ্নিত করে, যা একটি আলফা "23" দিয়ে শুরু হয়ে একটি ওমেগা "23" দিয়ে সমাপ্ত হয়। এটি একইসঙ্গে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মন্দিরের সময়কালকেও প্রতিনিধিত্ব করে। ঐ একই ইতিহাস ৯/১১ থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত পর্বটির একটি ফ্র্যাক্টাল। ১৮৪৪ "23" সংখ্যায় প্রতীকায়িত, এবং তা মৃতদের তদন্তমূলক বিচারের সূচনাকে চিহ্নিত করে। ৯/১১ জীবিতদের তদন্তমূলক বিচারের সূচনাকে চিহ্নিত করে, অতএব ৯/১১-ও "23" সংখ্যা বহন করে। ৯/১১ থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত সময়কালটি আলফা "23" এবং ওমেগা "23" দ্বারা সীমাঙ্কিত। ২০২৩ থেকে

রবিবারের আইন পর্যন্ত সময়কালটি ৯/১১ থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত সময়কালটির একটি ফ্র্যাক্টাল, এবং সেই পর্বেই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। মিলারীয় মন্দির ছিল চল্লিশ-ছয় বছরের একটি পর্ব; কিন্তু অন্তিম দিনসমূহে সময় আর অবশিষ্ট নেই; এবং অ্যাডভেন্টিস্টবাদের সূচনাকালে মিলারীয় চল্লিশ-ছয় বছরটি অ্যাডভেন্টিস্টবাদের সমাপ্তিকালে একই পর্বের প্রতিচ্ছায়া রূপে নির্দেশ করে; আর সেই পর্বটি "23" দিয়ে শুরু হয়ে "23" দিয়েই শেষ হয়, ফলে মিলারীয় সংখ্যা চল্লিশ-ছয় গঠিত হয়।

ওই তিনটি ঐতিহাসিক পর্বই একটি ত্রি-ধাপীয় পরীক্ষার প্রক্রিয়ার প্রতিনিধিত্ব করে (মিলারাইটরা, ৯/১১ থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত, এবং ২০২৩ থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত)। ঐ ইতিহাসের সূচনা হয়েছিল মথিয়লের তূর্যধ্বনির মাধ্যমে, যিনি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩-এ মোশি ও এলিয়াকে পুনরুত্থিত করেছিলেন, এবং মথিয়ল, যিনি খ্রিস্ট, যখন পুনরুত্থিত হন, তখন তিনি তূর্যধ্বনিসহই তা করেন।

> কারণ প্রভু নিজেই স্বর্গ থেকে একটি উচ্চ আহ্বানধ্বনিসহ, প্রধান স্বর্গদূতের কণ্ঠস্বরসহ, এবং ঈশ্বরের তূর্যধ্বনিসহ অবতরণ করবেন; এবং খ্রীষ্টে মৃতরা প্রথমে উঠবে। ১ থিসলনীকীয় ৪:১৯।

মথিয়লই প্রধান স্বর্গদূত, এবং ঈশ্বরের তূরীর ধ্বনির সম্মিলনে তাঁর কণ্ঠস্বরই পুনরুত্থান ঘটায়; আর যিহূদার পত্র আমাদের অবহিত করে যে, মথিয়ল মোশিকে পুনরুত্থিত করেছিলেন।

> তবে প্রধান স্বর্গদূত মথিয়ল, যখন তিনি শয়তানের সঙ্গে মোশির দেহ বিষয়ে বিতর্ক করছিলেন, তখন তিনি তার বিরুদ্ধে নিন্দাপূর্ণ অভিযোগ আনতে সাহস করেননি; কিন্তু বলেছিলেন, 'প্রভু তোমাকে তিরস্কার করুন।' যিহূদা ১:৯।

খ্রিস্ট, মহাদূত মথিয়লরূপে, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে আপন স্বরূপ-সম্পর্কিত প্রকাশকে মোহর খুলে উন্মুক্ত করলেন, যখন তিনি তখন মোশি ও এলিয়াহ—যে দুই সাক্ষী ১৮ জুলাই, ২০২০-এ নিহত হয়েছিলেন—তাঁদের পুনরুত্থিত করলেন। এরপর আলফা বহিঃস্থ ভিত্তিসমূহের পরীক্ষা প্রবর্তিত হলো। ৯/১১-এ যে স্বর্গদূত অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিনি বিশ্বস্তদের মিলারাইটদের ভিত্তিসমূহে ফিরিয়ে আনার আহ্বানে যিরমিয়ের শিঙ্গা বাজালেন, এবং তার সমান্তরালে, মথিয়লের শিঙ্গা ভিত্তিসমূহের পরীক্ষার সূচনা করল। এই পরীক্ষা দানিয়েল ১১:১৪ দ্বারা উপস্থাপিত, যেখানে "তোমার জাতির ডাকাতরা" বহিঃস্থ দর্শন প্রতিষ্ঠা করে। মিলারাইটরা চিহ্নিত করেছিলেন যে রোমই ওই পদটির পরিপূর্তি ঘটিয়েছিল এবং সেই দর্শন প্রতিষ্ঠা করেছিল।

২০২৫ সালের ৮ মে থেকে কোণশিলা ও ভিত্তিপ্রস্তরের উপর মন্দির নির্মাণ আরম্ভ হয়। ১৯৯৬-এর ত্রিশ বছর পর—যে বছরে ১৯৮৯ সালে সিলমোহর-মোচনকৃত বার্তাটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর সিলমোহর-মোচনকৃত বার্তাটিকে আনুষ্ঠানিক করার প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়।

১৯৮৯ সালের বার্তার ১৯৯৬ সালের আনুষ্ঠানিকীকরণটি এর ঐতিহাসিক বিষয়ের ১৭৭৬ সালের আগমনের দুইশত কুড়ি বছর পর ঘটেছিল। ইসলামের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রকাশের মাধ্যমে ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ সালের আনুষ্ঠানিকীকরণটি নিশ্চিত হওয়ার বাইশ বছর পরে ২০২৩ সালের মোহরভঙ্গ সংঘটিত হয়।

পিতর এই পবিত্র ইতিহাসের সেই দূতগণের প্রতিনিধিত্ব করেন, যাঁরা ভিত্তির পরীক্ষা এবং মন্দিরের পরীক্ষা—উভয়ই উত্তীর্ণ হন। মন্দিরের পরীক্ষার মধ্যে ১৮ জুলাই, ২০২০-এর ব্যর্থ বার্তার সংশোধন অন্তর্ভুক্ত। ১৯৯৬ সালে ১৯৮৯ সালের বার্তাটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ত্রিশ বছর পর, মন্দিরের পরীক্ষার মধ্যে ন্যাশভিল, টেনেসি-তে এক ইসলামি হামলার বিষয়ে উক্ত বার্তাটিকে প্রথমে সংশোধন করা এবং পরে পুনরায় প্রচার করার কার্য অন্তর্ভুক্ত। ১৯৮৯ সালের বার্তার আনুষ্ঠানিকীকরণ ১৯৯৬ সালে 'টাইম অব দ্য এন্ড' নামক সাময়িকীর প্রকাশের মাধ্যমে চিহ্নিত হয়েছিল। সেই সাময়িকীতে দানিয়েলের একাদশ অধ্যায়ের শেষ ছয় পদ আলোচিত হয়েছিল, এবং সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের রবিবার-আইন চিহ্নিত করা হয়েছিল। ঈশ্বরীয় বিধানক্রমে, বহু বছর পূর্বেই 'ফিউচার ফর আমেরিকা' নামে অভিহিত এক অক্রিয় মন্ত্রণালয়টি, ১৯৮৯ সালের বার্তা সম্পর্কে কোনো আলোকপ্রাপ্তি না থাকা ঐ মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন পরিচালকগণ আমাদের মন্ত্রণালয়ের নিকট অর্পণ করেন।

১৯৯৬ সালে আমাদের সেবাকর্মের নাম হয় "Future for America", এবং এমন একটি প্রকাশনা প্রকাশিত হয়, যাতে সেই বার্তাটি উপস্থাপিত হয়েছিল, যা দানিয়েল পুস্তকের একাদশ অধ্যায়ের শেষ ছয় পদে প্রতিফলিত যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎকে চিহ্নিত করেছিল। যুক্তরাষ্ট্র ১৭৭৬ সালে তার ভাববাদী উত্থান শুরু করেছিল, এবং "২২" বছর পরে, ১৭৯৮ সালে অন্তিম সময়ে, যুক্তরাষ্ট্র বাইবেলীয় ভাববাণীতে ষষ্ঠ রাজ্য হিসেবে তার ভূমিকা শুরু করে, ১৭৭৬-এর "২২০" বছর পরে। ১৯৯৬ সালে বাইবেলীয় ভাববাণীতে যুক্তরাষ্ট্র-সংক্রান্ত বার্তাটি আনুষ্ঠানিক রূপ পেল। ১৭৭৬ থেকে "২২০" বছর, এবং সেখান থেকে ১৭৯৮ পর্যন্ত "২২" বছর—এই দুই গণনা সংযুক্ত হয় উইলিয়াম মিলারের সঙ্গে; তিনি ১৮৩১ সালে তাঁর প্রথম জনসমক্ষে বক্তৃতা প্রদান করেন, কিং জেমস বাইবেল প্রকাশের "২২০" বছর পরে। অ্যাডভেন্টবাদের সূচনা ও সমাপ্তি অন্তিম সময়ে মোহরমুক্ত হওয়া বার্তার আনুষ্ঠানিকীকরণকে গুরুত্ব দেয়।

১৯৯৬ সালের ত্রিশ বছর পরে, অর্থাৎ ২০২৬ সালে, মন্দিরের পরীক্ষা ২০২০ সালের ১৮ জুলাইয়ের বার্তাকে সংশোধনের কাজকেও অন্তর্ভুক্ত করে। অতএব, ১৯৮৯ সালের আলফা বার্তা, যা ১৯৯৬ সালে আনুষ্ঠানিকীকৃত চূড়ান্ত প্রজন্মের জন্য বার্তা, ত্রিশ বছরের একটি সময়কাল আরম্ভ করেছিল, যা একটি বার্তাকে সংশোধন ও আনুষ্ঠানিকীকরণের পরীক্ষার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছিল। ঐ ত্রিশ বছর এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের যাজকত্বের প্রতীক, যারা মধ্যরাত্রির ধ্বনির বার্তাটিকে আনুষ্ঠানিকীকরণ করবে। পিতর প্রতিনিধিত্ব করেন তাদের, যারা দ্বিতীয় ওমেগা মন্দির-পরীক্ষার সময়কালে সেই কাজটি সম্পন্ন করেন।

সিস্টার হোয়াইট আমাদের অবহিত করেন যে, ঈশ্বর তাঁর জনগণের মধ্যে ভ্রান্তি প্রবেশ করতে দেন, তাঁদের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে।

> ঈশ্বর তাঁর প্রজাকে জাগিয়ে তুলবেন; অন্যান্য উপায় ব্যর্থ হলে, তাদের মধ্যে বিধর্মী মতবাদসমূহ প্রবেশ করবে, যা তাদের ছাঁকবে, গম থেকে তুষ পৃথক করবে। প্রভু তাঁর বাক্যে বিশ্বাসকারী সকলকে নিদ্রা থেকে জেগে উঠতে আহ্বান করছেন। এই সময়ের উপযোগী মূল্যবান জ্যোতি প্রকাশিত হয়েছে। এটি বাইবেলীয় সত্য, যা আমাদের উপরই এসে উপস্থিত বিপদসমূহ উন্মোচিত করে। এই জ্যোতি আমাদেরকে পবিত্র শাস্ত্রসমূহের অধ্যবসায়ী অধ্যয়ন এবং আমরা যে অবস্থানসমূহ ধারণ করি সেগুলির সর্বাধিক কঠোর সমালোচনামূলক পর্যালোচনার দিকে পরিচালিত করা উচিত।

এই উক্তিটি এমন এক পাঠাংশের অংশ, যা এই প্রবন্ধটির পূর্ণাঙ্গ সমাপ্তি টানবে। প্রবন্ধসমূহে এবং আমাদের সাবাথের জুম সভাসমূহে, দানিয়েল ১১:১০–১৫ সম্পর্কে আমাদের বিবেচনায় আমি কিছু প্রতীক গুলিয়ে ফেলেছিলাম, এবং যদিও আমরা প্রয়োজনীয় সংশোধনসমূহ করেছি, তবু প্যানিয়ম—যে যুদ্ধটি রবিবারের আইনের দিকে নিয়ে যায়—বিষয়ক প্রবন্ধমালার উপসংহারে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা থেকে আমি বিচ্যুত হয়েছিলাম। এখন প্যানিয়মে ফিরে আসার সময়, এবং তা করলে, কাইসারিয়া ফিলিপ্পীতে পিতরের দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণের একটি অতিরিক্ত রেখা আমাদের কাছে থাকবে; আর কাইসারিয়া ফিলিপ্পীই প্যানিয়ম।

এখন আমরা দানিয়েল গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের দশম থেকে ষোড়শ পদসমূহের পর্যালোচনায় ফিরে আসব; এই পদসমূহ চল্লিশতম পদের গুপ্ত ইতিহাসকে চিত্রিত করে। আমরা সেপ্টেম্বর মাসে থেমেছিলাম; অতএব প্রায় পাঁচ মাস অতিবাহিত হয়েছে।

> পিতর তাঁর ভ্রাতৃবর্গকে উপদেশ দেন: 'অনুগ্রহে এবং আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধে জ্ঞানে বৃদ্ধি পাও।' যখনই ঈশ্বরের লোকেরা অনুগ্রহে বৃদ্ধি পায়, তখন তারা তাঁর বাক্য সম্বন্ধে অবিরত আরও স্পষ্টতর অনুধাবন লাভ করে। তারা তাঁর বাক্যের পবিত্র সত্যসমূহে নতুন আলোক ও সৌন্দর্য অনুধাবন করে। সকল যুগে কলিসিয়ার ইতিহাসে এটি সত্য হয়েছে, এবং শেষ অবধি এভাবেই চলতে থাকবে। কিন্তু যথার্থ আত্মিক জীবনের অবনতি ঘটলে, সত্যের জ্ঞানে অগ্রসর হওয়া থেমে যাওয়ার প্রবণতা সর্বদাই দেখা দেয়। মানুষ ঈশ্বরের বাক্য থেকে ইতিমধ্যে প্রাপ্ত আলোকেই তুষ্ট থাকে এবং শাস্ত্রসমূহের আরও অনুসন্ধানকে নিরুৎসাহিত করে। তারা রক্ষণশীল হয়ে ওঠে এবং আলোচনা পরিহার করতে সচেষ্ট হয়।
>
> ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে কোনো বিতর্ক বা আলোড়ন নেই—এটিকে চূড়ান্ত প্রমাণ মনে করা উচিত নয় যে তারা শুদ্ধ মতবাদ দৃঢ়ভাবে ধারণ করছে। আশঙ্কার কারণ আছে যে তারা হয়তো সত্য ও ভ্রান্তির মধ্যে স্পষ্টভাবে পার্থক্য করতে পারছে না। যখন শাস্ত্রের অনুসন্ধান থেকে কোনো নতুন প্রশ্ন ওঠে না, যখন এমন কোনো মতভেদ দেখা দেয় না যা মানুষকে সত্য আছে কি না নিশ্চিত হতে নিজেরাই বাইবেলে খুঁজে দেখতে উদ্বুদ্ধ করবে, তখন—প্রাচীন কালের মতোই—এখনও অনেকে থাকবে যারা ঐতিহ্য আঁকড়ে ধরবে এবং কী উপাসনা করছে তা তারা জানে না।
>
> আমাকে দেখানো হয়েছে যে বর্তমান সত্যের জ্ঞান আছে বলে যারা দাবি করে, তাদের অনেকেই জানেই না তারা কী বিশ্বাস করে। তারা তাদের বিশ্বাসের প্রমাণাদি বোঝে না। বর্তমান সময়ের জন্য যে কাজ, তার যথাযথ মূল্যায়ন তাদের নেই। যখন পরীক্ষার সময় আসবে, এখন যারা অন্যদের কাছে প্রচার করছেন, তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা নিজেদের অবস্থান পরীক্ষা করে দেখলে বুঝবে যে অনেক বিষয়ে তারা সন্তোষজনক কোনো কারণ দিতে পারবে না। এভাবে পরীক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের মহা অজ্ঞতা সম্পর্কে জানত না। আর গির্জায় এমন অনেকেই আছেন যারা ধরে নেন যে তারা যা বিশ্বাস করেন তা তারা বোঝেন; কিন্তু, বিতর্ক না ওঠা পর্যন্ত তারা নিজেদের দুর্বলতা জানে না। সমবিশ্বাসীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং তাদের বিশ্বাস ব্যাখ্যা করতে একা দাঁড়াতে বাধ্য হলে, তারা বিস্মিত হবে দেখে যে যাকে তারা সত্য বলে গ্রহণ করেছিল, সে সম্পর্কে তাদের ধারণাগুলি কতটা বিভ্রান্ত। নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে জীবন্ত ঈশ্বর থেকে সরে গিয়ে মানুষের দিকে ফিরে যাওয়া ঘটেছে, এবং ঐশী প্রজ্ঞার স্থানে মানবীয় প্রজ্ঞাকে বসানো হয়েছে।

“ঈশ্বর তাঁর জাতিকে জাগ্রত করবেন; যদি অন্য উপায় ব্যর্থ হয়, তবে তাদের মধ্যে বিধর্মিতা প্রবেশ করবে, যা তাদের ঝেড়ে-বেছে নেবে, গম থেকে ভূষি পৃথক করবে। প্রভু তাঁর বাক্যে বিশ্বাস করে এমন সকলকে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হতে আহ্বান করেন। মূল্যবান আলো এসেছে, যা এই সময়ের জন্য উপযোগী। এটি বাইবেলের সত্য, যা আমাদের একেবারে সম্মুখবর্তী বিপদসমূহ প্রকাশ করছে। এই আলো আমাদের শাস্ত্রসমূহ অধ্যবসায়ের সঙ্গে অধ্যয়ন করতে এবং আমরা যে অবস্থানসমূহ ধারণ করি সেগুলোর সর্বাপেক্ষা কঠোর পরীক্ষা করতে পরিচালিত করা উচিত। ঈশ্বর চান, সত্যের সকল দিক ও অবস্থান প্রার্থনা ও উপবাসের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে এবং অবিচল অধ্যবসায়ে অনুসন্ধান করা হোক। বিশ্বাসীরা সত্য কী—এ বিষয়ে অনুমান ও অস্পষ্ট ধারণার মধ্যে বিশ্রাম নিতে পারবে না। তাদের বিশ্বাস অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্যের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, যাতে পরীক্ষার সময় উপস্থিত হলে এবং তারা তাদের বিশ্বাসের জবাব দেওয়ার জন্য পরিষদসমূহের সম্মুখে উপস্থিত করা হলে, তারা তাদের অন্তরে যে প্রত্যাশা আছে তার কারণ নম্রতা ও ভয়ের সঙ্গে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়।

“আলোড়িত করো, আলোড়িত করো, আলোড়িত করো। আমরা যে বিষয়সমূহ জগতের সম্মুখে উপস্থাপন করি, সেগুলি আমাদের কাছে জীবন্ত বাস্তবতা হতে হবে। আমরা যেসব মতবাদকে বিশ্বাসের মৌলিক অনুচ্ছেদ বলে গণ্য করি, সেগুলির পক্ষে প্রতিরক্ষা করতে গিয়ে আমাদের কখনও নিজেদের এমন যুক্তি ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত নয়, যা সম্পূর্ণরূপে সুদৃঢ় নয়। এগুলি একজন বিরোধীকে নীরব করাতে কার্যকর হতে পারে, কিন্তু এগুলি সত্যকে সম্মানিত করে না। আমাদের সুদৃঢ় যুক্তি উপস্থাপন করা উচিত, যা কেবল আমাদের প্রতিপক্ষকে নীরবই করবে না, বরং অতি নিকটতম ও সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম পরীক্ষাকেও সহ্য করবে। যারা নিজেদের বিতার্কিক হিসেবে শিক্ষিত করেছে, তাদের ক্ষেত্রে এই মহান বিপদ রয়েছে যে তারা ঈশ্বরের বাক্য ন্যায়সংগতভাবে ব্যবহার করবে না। একজন বিরোধীর সম্মুখীন হলে, কেবল বিশ্বাসীকে আত্মবিশ্বাস প্রদান করার চেষ্টা না করে, তার মনে দৃঢ়প্রত্যয় জাগ্রত করার মতোভাবে বিষয়সমূহ উপস্থাপন করাই আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা হওয়া উচিত।

মানুষ যতই বৌদ্ধিকভাবে উন্নত হোক না কেন, অধিকতর আলোর জন্য পবিত্র শাস্ত্রের সর্বাঙ্গীন ও অবিরাম অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই—এমনটা যেন তিনি এক মুহূর্তের জন্যও না ভাবেন। আমরা একটি জাতি হিসেবে প্রত্যেকে ভবিষ্যদ্বাণীর শিক্ষার্থী হতে আহ্বানপ্রাপ্ত। ঈশ্বর আমাদের সামনে যে কোনো আলোর কিরণ উপস্থাপন করবেন, তা আমরা চিনে নিতে পারি—এ জন্য আমাদের আন্তরিকতার সঙ্গে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। আমাদের সত্যের প্রথম ঝলকগুলি ধরতে হবে; এবং প্রার্থনাপূর্ণ অধ্যয়নের মাধ্যমে আরও স্পষ্ট আলো লাভ করা যেতে পারে, যা অন্যদের সামনে উপস্থাপন করা যায়।

যখন ঈশ্বরের প্রজা নিশ্চিন্ত হয়ে তাদের বর্তমান আলোকপ্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট থাকে, তখন আমরা নিশ্চয় বলতে পারি যে তিনি তাঁদের অনুকূল হবেন না। তাঁর ইচ্ছা এই যে, তাঁদের জন্য যে আলো দীপ্যমান, তার অধিকতর ও ক্রমবর্ধমান আলোক গ্রহণের লক্ষ্যে তাঁরা সদা অগ্রসর হতে থাকুক। মণ্ডলীর বর্তমান মনোভাব ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে না। এমন এক আত্মবিশ্বাস প্রবেশ করেছে, যা তাঁদের মনে অধিকতর সত্য ও বৃহত্তর আলোর কোনো প্রয়োজন নেই—এই অনুভূতি সৃষ্টি করছে। আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি, যখন শয়তান আমাদের ডানে-বামে, সামনে ও পেছনে কার্যরত; তবু একটি জনগোষ্ঠী হিসেবে আমরা নিদ্রিত। ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যে, এমন এক কণ্ঠস্বর শোনা

যাক, যা তাঁর প্রজাকে জাগিয়ে কর্মে উদ্বুদ্ধ করে।

আত্মাকে স্বর্গ থেকে আগত আলোর রশ্মি গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত করার পরিবর্তে, কিছু জন বিপরীত দিকেই কাজ করে চলছেন। প্রেসে ও উপদেশ-মঞ্চে উভয় মাধ্যমেই বাইবেলের প্রেরণা সম্বন্ধে এমন মতামত উপস্থাপিত হয়েছে, যেগুলির পক্ষে পবিত্র আত্মা বা ঈশ্বরের বাক্যের কোনো অনুমোদন নেই। এটি নিশ্চিত যে, এত গুরুতর বিষয়ে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর উচিত নয় কোনো তত্ত্ব প্রবর্তন করা—তাদের সমর্থনে স্পষ্ট একটি 'প্রভু এইরূপ বলেন' না থাকলে। আর যখন মানুষ—মানবীয় দুর্বলতায় বেষ্টিত, চারপাশের প্রভাবসমূহ দ্বারা কমবেশি প্রভাবিত, এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ও চর্চায় পোষিত এমন প্রবণতাসম্পন্ন যা তাদের জ্ঞানী বা স্বর্গীয়মনস্ক করে না—ঈশ্বরের বাক্যকে বিচারের কাঠগড়ায় তুলতে উদ্যত হয়, এবং কী ঈশ্বরীয় আর কী মানবীয় সে বিষয়ে রায় দিতে চায়, তখন তারা ঈশ্বরের পরামর্শ ব্যতীতই কাজ করছে। প্রভু এমন কাজকে সফল করবেন না। এর ফল হবে বিপর্যয়কর—এতে নিয়োজিত ব্যক্তির ওপরও, এবং যারা এটিকে ঈশ্বরপ্রদত্ত কাজ বলে গ্রহণ করে তাদের ওপরও। প্রেরণার স্বরূপ সম্পর্কে উপস্থাপিত তত্ত্বসমূহ বহু মনের মধ্যে সংশয়ের উদ্রেক করেছে। সসীম সত্তাগণ, নিজেদের সংকীর্ণ ও স্বল্পদৃষ্টিসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, পবিত্র শাস্ত্রের সমালোচনা করার জন্য নিজেদের যথেষ্ট যোগ্য মনে করে, এবং বলে: 'এই অংশটি প্রয়োজনীয়, আর ওই অংশটি প্রয়োজনীয় নয়, এবং প্রেরণাপ্রাপ্তও নয়।'

খ্রিষ্ট পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রসমূহ সম্বন্ধে—যা ছিল তাঁর সময়ের লোকদের অধিকৃত বাইবেলের একমাত্র অংশ—এমন কোনো নির্দেশ দেননি। তাঁর শিক্ষাবাণীর উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের মনকে পুরাতন নিয়মের দিকে পরিচালিত করা এবং সেখানে উপস্থাপিত মহৎ বিষয়সমূহকে অধিক স্পষ্ট আলোয় উদ্ভাসিত করা। যুগের পর যুগ ইস্রায়েলের লোকেরা নিজেদের ঈশ্বর হইতে পৃথক করিয়া আসিয়াছিল, এবং তিনি যাহা তাহাদের নিকট অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই মূল্যবান সত্যসমূহের দৃষ্টি তাহারা হারাইয়াছিল। এই সত্যসমূহ কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচার-অনুষ্ঠান ও বিধিবিধানের স্তরে আচ্ছাদিত হইয়াছিল, যাহা তাহাদের প্রকৃত তাৎপর্য আড়াল করিয়াছিল। খ্রিষ্ট আসিয়াছিলেন সেই আবর্জনা অপসারণ করিবার জন্য, যাহা তাহাদের ঔজ্জ্বল্য আচ্ছন্ন করিয়াছিল। তিনি সেগুলিকে মূল্যবান রত্নের ন্যায় নতুন মণ্ডনে স্থাপন করিলেন। তিনি দেখাইলেন যে, পুরাতন ও পরিচিত সত্যসমূহের পুনরাবৃত্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করা তো দূরের কথা, তিনি আসিয়াছিলেন সেগুলিকে তাহাদের প্রকৃত বল ও সৌন্দর্যে প্রকাশ করিবার জন্য—যাহার মহিমা তাঁহার সমসাময়িক মানুষেরা কখনো অনুধাবন করে নাই। এই প্রকাশিত সত্যসমূহের স্বয়ং প্রণেতা হইয়া, তিনি জনগণের নিকট তাহাদের প্রকৃত অর্থ উদ্ঘাটন করিতে পারিলেন, এবং নেতৃবর্গ নিজেদের অনার্পিত অবস্থা ও আত্মিকতা এবং ঈশ্বরপ্রেমের নিঃস্বতার সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য যেসব ভ্রান্ত ব্যাখ্যা ও মিথ্যা তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে তিনি তাহাদিগকে মুক্ত করিলেন। যাহা এই সত্যসমূহ হইতে জীবন ও প্রাণশক্তি হরণ করিয়াছিল, তিনি তাহা পরিত্যাগ করিলেন, এবং তাহাদের মূল সতেজতা ও বলের সমুদয় পরিপূর্ণতায় পুনরায় জগৎকে তাহাদের ফিরাইয়া দিলেন।

যদি আমাদের মধ্যে খ্রিষ্টের আত্মা থাকে এবং আমরা তাঁর সঙ্গে সহকর্মী হই, তবে তিনি যে কার্য সম্পাদন করতে এসেছিলেন, তাহা অগ্রসর করা আমাদের উপর ন্যস্ত। বাইবেলের সত্যসমূহ পুনরায় প্রথা, পরম্পরা ও ভ্রান্ত মতবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। জনপ্রিয় ধর্মতত্ত্বের ভ্রান্ত শিক্ষাসমূহ সহস্র সহস্র সংশয়বাদী ও অবিশ্বাসী সৃষ্টি করেছে। এমন ত্রুটি ও অসঙ্গতি বিদ্যমান, যেগুলিকে বহুজন বাইবেলের

শিক্ষা বলেই নিন্দা করেন, অথচ সেগুলি আসলে শাস্ত্রের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা, যা পাপাল অন্ধকারযুগে গ্রহণ করা হয়েছিল। অগণিত মানুষ ঈশ্বর সম্বন্ধে এক ভ্রান্ত ধারণা লালন করতে প্রণোদিত হয়েছে; যেমন ইহুদিরা, তাদের সময়ের ত্রুটি ও পরম্পরার দ্বারা বিপথগামী হয়ে, খ্রিষ্ট সম্বন্ধে এক ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেছিল। 'যদি তারা তা জানত, তবে তারা মহিমার প্রভুকে ক্রুশবিদ্ধ করত না।' বিশ্বের নিকট ঈশ্বরের সত্য চরিত্র উদ্ঘাটন করা আমাদের উপর ন্যস্ত। বাইবেলের সমালোচনা করার পরিবর্তে, উপদেশ ও দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তার পবিত্র, জীবনদায়ক সত্যসমূহ বিশ্বের নিকট উপস্থাপন করার চেষ্টা করি, যাতে আমরা 'যিনি তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে তাঁহার আশ্চর্য আলোর মধ্যে ডাকিয়াছেন, তাঁহার প্রশংসা প্রকাশ করিতে' পারি।

আমাদের মধ্যে ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করা অশুভতাগুলি অবলক্ষ্যেই ব্যক্তিবিশেষ ও মণ্ডলীসমূহকে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, এবং তিনি যেটি তাঁদের দান করতে ইচ্ছা করেন, সেই শক্তিকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে।

হে আমার ভ্রাতৃবৃন্দ, ঈশ্বরের বাক্য যেমন আছে, তেমনই অক্ষুণ্ণ থাকুক। মানবীয় প্রজ্ঞা যেন শাস্ত্রের একটিমাত্র উক্তিরও বল লঘু করার দুঃসাহস না করে। প্রকাশিত বাক্যগ্রন্থের গম্ভীর ধিক্কারবাণী আমাদের এমন অবস্থান গ্রহণ থেকে সতর্ক করা উচিত। আমার প্রভুর নামে আমি আপনাদের বলি: ‘তোমার পদযুগল থেকে জুতা খুলে ফেল; কারণ যে স্থানে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, সেটি পবিত্র ভূমি।’ টেস্টিমোনিজ, খণ্ড ৫, 707-711।